ফেচুগঞ্জ অঞ্চলের

গৌরবময় পুরাতত্ত্ব

ফেঞ্চুগঞ্জ অঞ্চলের গৌরবময়
পুরাতত্ত্ব

প্রকাশক :—

দেলাওর হোসেন চৌধুরী

ভূমিকা

আমরা বাল্যকালে আদর্শরূপে পাইয়াছি নিজ নিজ দেশীয় প্রাচীন কীর্ত্তি, আদর্শ চরিত্রের খ্যাতি, প্রাচীন গৌরব বা বৈশিষ্ট, সুষ্ঠ সামাজিকতার রূপ, এক কথায় পেছনের ইতিহাস যাহা জ্ঞানী ব্যক্তিদের মুখে মুখে চর্চ্চা হইত। তাহাতে পরবর্ত্তীদের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইত, উচু নীচু, ন্যায় অন্যায় বুঝিয়া পদক্ষেপে নিরাপদ বা শালিনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ইতর ভদ্র নির্বিশেষে এদিকে উদাসীন দেখিয়া কিছু দিনের মধ্যে প্রাচীন কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, পরে হয়ত কেহ আবিষ্কার করিতেও সক্ষম হইবে না। ভাবিয়া, ভবিষ্যত বিবেচনায় যথাসম্ভব লিখিয়া রাখার প্রয়োজনের অনুভূতি আসে।

এই অনুভূতিতে প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন রেকর্ড ও বর্ণনা আমার স্বভাব সুলভ ভাবে পর্য্যালোচনা করি।

আমি বাল্যকাল হইতেই পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি। বর্ত্তমানে বয়স ৭০ বৎসর। আমার মুরব্বীয়ানগণের নিকট হইতে শ্রুত বিষয়গুলি দীর্ঘকাল পর্য্যবেক্ষণের পর সম্ভাব্য রেকর্ড দৃষ্টে ও প্রমাণাদি প্রাপ্তে যাহা সত্য পাইয়াছি এই পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমার জ্ঞান বিশ্বাস মত কিছুই গোপন বা অতিরঞ্জিত করি নাই। কোনও জ্ঞানীব্যক্তি অনুধাবন করিলেই তাহা স্বীকার করিবেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু ভদ্রমহোদয়গণের জ্ঞানের খোরাক যোগাইতে পারিয়াছে দেখিলেই কৃতার্থ হইব।

প্রকাশক

সূচী

—•—

১। মহরাপুর পরগণার বৈশিষ্ট ও নামাকরণ তত্ত্ব

মুসলমান রাজত্বের পূর্বে এ দেশ যখন হিন্দু রাজত্বের অধীন ছিল তখন কুশিয়ারা নদীর উত্তর পার পর্য্যন্ত ছিল গৌড় রাজ্য এবং দক্ষিণ পার পর্য্যন্ত ছিল ত্রিপুরার করদ ইটা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিঞ্চিৎ অধিক একশত বৎসর পুর্বেও ফেঁচুগঞ্জ ছিল রাজনগর থানার এক জমাদ্দার পরিচালিত ফাড়ি থানা। এই অঞ্চলের সাব্‌রেজিষ্ট্রারী অফিস ছিল হিঙ্গাজিয়া।

কুশিয়ারার দক্ষিণ পারস্থ অঞ্চল খুব উন্নত ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন থাকায় গৌড় রাজের নিকট খুব লোভনীয় ছিল। তাই ইহা অধিকারের জন্য গৌড় রাজ সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তদ্‌হেতু খণ্ড যুদ্ধ হইতে থাকে। নদীর উভয় তীরেই উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশ থাকিত এবং সর্বদাই কুচ্‌ কাওয়াজ অর্থাৎ সৈন্যদের মহড়া হইত। সেই জন্য উত্তর তীরস্থ মল্লিকপুর মৌজাসহ দক্ষিণ পারস্থ স্থানের নাম লোকে ডাকিতে আরম্ভ করিল "মহড়াপুর"।

অবশেষে গৌড় রাজ দক্ষিণ পারস্থ মহড়াপুর পরগণার প্রায় অর্দ্ধেক দখল করিয়া নেন।

ইতিমধ্যে দিল্লীর সম্রাট ১২৯৬—১৩৪৫ খৃঃ মধ্যে গৌড়
রাজ্য অধিকার করিয়া লন এবং সেই উপলক্ষে গৌড় অধিকৃত
দক্ষিণ পারস্থ মহড়াপুরের অংশও প্রাপ্ত হন। সম্রাট যে অংশ
প্রাপ্ত হন তাহার নাম হাবেলি মহড়াপুর এবং ইটা রাজ্য যে
অংশ দখল স্থীরতর রাখিতে পারিয়াছিল তাহার নাম
ইটা মহড়াপুর। অতঃপর মুসলমানগণ ইটা রাজ্য দখল
করিয়া ফেলিলেও মহড়াপুর দুই বিভিন্ন নম্বরে বিভিন্ন পরগণার
এ যাবৎ পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

মহড়াপুর ও সংলগ্ন ইন্দানগর পরগণার জনবসতী ঘন বা
অধিক থাকায় সাড়ে সাত শত বৎসর পুর্বে হজরত শাহজালাল
সহচর হেদায়তকামী ৩৬০ আউলিয়ার বিশিষ্ট তিনজনই
এখানে আসেন যথা :—(১) ছৈয়দ শাহ মালুম রাজনপুরে (২)
ছৈয়দ গোলাম মর্ত্তুজা ও (৩) ভিখম শাহ নুরপুরে
তাঁহাদের জোর প্রচারণা ও অসাধারণ আধ্যাত্মিকতার ফলে
ইসলামিক কৃষ্টি উন্নত হইয়া উঠে এবং স্থানীয় বারো আনা
লোকই ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হইয়া যায়। ধর্মীয় শিক্ষা
সভ্যতায় বিশেষ করিয়া তত্বজ্ঞানে (ইল্‌মে মারেফতে)
এতদঞ্চল এককালে এতো উন্নত হইয়া উঠে যে ফেচুগঞ্জ
রেলওয়ে পুলের দক্ষিণ সীমা হইতে একমাত্র দক্ষিণ পারে এক
মাইল মধ্যে ১৭ জন, ২ মাইল মধ্যে মূল তিন জনসহ ২১জন
অলির সম্মান লাভ করেন। অনেকেরই মাজারের
হেফাজতের জন্য বাদশাহগণ নিষ্কর চেরাগী ভুমি দান করিয়া
ছিলেন।

মূল তিন জনসহ পরবর্ত্তী অলিদের নাম ও তাহাদের মাজারের ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। ছৈয়দ গোলাম মর্ত্তুজা—নুরপুর		
২। ভিখম শাহ	একই চেরী	
৩। কুরবান আলী শাহ	একই মাজার	নুরপুর
৪। সর্দ্দার শাহ		
৫। শাহ ইজ্জত উল্লাহ	—	নুরপুর
৬। জামাল শাহ	—	ফকিরপাড়া
৭। পীরণ শাহ		
৮। শাহ আবদুল ফত্তাহ	চেরাগী	
৯। একিন আলী শাহ		
১০। ছৈয়দ শাহ মালুম	—	রাজনপুর
১১। গৌছ আলী শাহ	—	মোগলপুর
১২। ছুফি ছাব	—	দক্ষিণপার ছত্তিষ
১৩। খোল শাহ		
১৪। মৌলবী তোরাব আলী ছাব		ঐ
১৫। ফুল শাহ		ঐ
১৬। অজ্ঞাত	মাইজগ্রাম সংলগ্ন মনিপুর বাগান এরিয়া	
১৭। শাহ পাভা	—	কর্মধা
১৮। শাহ মৈয়ব	—	পাখীবর টিলা
১৯। লাল মোস্তান	—	করিদপুর
২০। সহর উল্লাহ শাহ	—	গোয়ালাঘাট
২১। মনু নাথ	—	মাইজগাও রেল লাইন সংলগ্ন

২। "ফেচুগঞ্জ" নামাকরণ তত্ত্ব

পুর্বকালে পরগণার বাজার ছিল—পিঠাইটিকর ও দক্ষি পারের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান ছুরফান আলীর বাড়ীর টুকে। তখন ষ্টিমার লাইন বা রেল লাইন ছিল না বর্ষাকালে চতুর্দিকে জল। এবং অন্যান্য নানাবিধ অসুবিধার কারণে বাজার স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন পরগণাবাসী বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ অনুভব করেন এবং সেইমতে বর্ত্তমান পুব বাজার আরও প্রশস্থ অবস্থায় মনোনীত করেন। ঐ স্থানের তৎকালীন মালিকগণ পরগণাবাসীকে বাজারের বারো আনার মালিকী সত্ব দান করিয়া দেন। অতঃপর পরগণাবাসীর সমবেত চেষ্টা ও তদবিরে বর্ত্তমান পুব বাজারে বাজার স্থানান্তরিত হয়।

ইন্দানগর পরগণার ফরিদপুর মৌজায় বাবনবাড়ী সংলগ্ন দক্ষিণে যে ছাড়াবাড়ী আছে ঐ বাড়ীর বাসিন্দা ফেচুরাম বৈদ্য নামক এক ব্যক্তির মাত্র একখানি দোকান ঐ নূতন স্থানে চালু ছিল। ঐ ফেচুরামের নামানুসারে নূতন স্থানের পরিচয়ে লোকের অজ্ঞাতে বাজারের নামই ফেচুগঞ্জ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ইহা কেহ রাখে নাই।

তৎপর কাছাড় ডেস্‌পাচ্‌ লাইন ~~লোপে~~ আসে এবং এইখানেই I. G. N. & R. S. N. Co. Ltd. এর এজেন্সি অফিস ও বিরাট কারখানা খোলে। এখানে ডেস্‌পাচ্‌ ষ্টিমার ফিডার

ষ্টিমার, বড় বড় ফ্লেট ও প্রচুর বার্জবোট থাকিত এবং ষ্টিমার ঘাট লোকে লোকারণ্য রহিত।

তৎপর আসে রেল লাইন। ব্যবসার সুবিধার জন্য বিখ্যাত বালাগঞ্জের সব বড় বড় মহাজন এখানে চলিয়া আসার কারণে ফেচুগঞ্জ বাণিজ্যিক বন্দরে পরিণত হয়। নানাবিধ কারণে ষ্টিমার লাইন বন্ধ হওয়ার পরেই আসে দেশের সেরা 'সার কারখানা' ইহাও ফেচুগঞ্জ সার কারখানা নামে ভুবন বিখ্যাত।

ফেচুগঞ্জ একটি ভুয়া নাম ইহা এতো উন্নত অবস্থায় পরিবর্ত্তন করা একান্ত দরকার। যে সামান্য এরিয়ার মধ্যে শাহজালাল সহচর বড় তিন আউলিয়াসহ ২১ জন সিদ্ধ পুরুষের মাজারশরিফ বিদ্যমান, ইন্‌শাহআল্লাহ ইহা আরও উন্নত হইবে। ইহার নাম হওয়া উচিত "আউলিয়া গঞ্জ",।

৩। মাইজগ্রাম মৌজায় নান্‌কার তত্ত্ব

হিন্দু রাজত্ব কালেও বর্ত্তমান নুরপুর, করিমপুর, ফকির পাড়া ও চেরাগী, মাইজগ্রাম মৌজার এক বিশাল এলাকা গাঙ্গির পশ্চিম পার নামে অভিহিত হইত। এই অঞ্চল ঘন জনবসতী থাকায় শাহজালাল সহচর, শাহ সৈয়দ গোলাম মর্ত্তুজা ও ভিখম শাহ বর্ত্তমান নুরপুর গ্রামে প্রায় পাশাপাশি আস্তানা স্থাপন পুর্বক জোর ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন। ফলে উত্তরাবর্ত্তে নোয়াগাও পাড়া ব্যতিত সমস্তই মুসলমান আবাসে পরিণত হয় এবং ইসলামিক কৃষ্টিতেও উন্নত হইয়া উঠে। এই দুই বিশিষ্ট আউলিয়ার অসাধারণ আধ্যাত্মিকতার ফলে আরও ৬ জন অলির দর্জা লাভ করেন যথা :—

(১) কুরবান আলী শাহ্, (২) শাহ্ আবদুল ফত্তাহ্ (৩) একিন আলী শাহ্, (৪) শাহ্ ইজ্জত উল্লাহ্, (৫) জামাল শাহ্, (৬) পীরণ শাহ্।

বাদশাহগণ মুল দুই ও পরবর্ত্তী ৬ হইতে ৫ মোট ৭ মাজারের হেফাজতের জন্য বহু জমি বাড়ী অলিদের নামে নিষ্কর চেরাগী দান করেন।

১৮২৮ হইতে ১৮৪৬ ইংরাজি মোট ১৮ বৎসরে বৃটিশ সরকার দেশের ঐ সমস্ত চেরাগী ভাঙ্গিয়া সংশ্লিষ্ট ভুম্যাধি সরকারের খাসে নেন। পরে মাজার সমুহের তৎকালীন খাদেম বা জুতদারগণের নিকট হইতে জিলার ডেপুটি

কমিশনারের নামে নিজ নিজ দখলীয় ভূমির কবুলিয়ত গ্রহণে নিম্ন বর্ণনায় স্বকর পাট্টায় বন্দোবস্ত দেন।

নোয়াগাঁও পাড়ার মিরাশ হিন্দু তালুকাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহা ছাড়া করিমপুরের ৪ তালুকে এজমাল ৩২ নং চক্ ও নূর মোহাম্মদ তালুকের ভূম্যাদি বাদে গাঙ্গির পশ্চিম পারের সাকুল্য ভূম্যাদিই মাজার সমূহের নামে নিষ্কর চেরাগী রূপে বাদশাহগণ দান করিয়া ছিলেন তদহেতু অত্রা গোটা গাঙ্গির পশ্চিমপার, তথা নূরপুর, করিমপুর, ফকির পাড়া ও চেরাগীপাড়াসমূহকে নানকার নামে অভিহিত করিত। বস্তুতঃ এই চেরাগীই এতদঞ্চলের বৈশিষ্ট ও মুসলিম কৃষ্টির গৌরব। বৃটিশ সরকার বর্ণিতভাবে ৭টি চেরাগী ভাঙ্গিয়া নিম্ন বর্ণিত ছোট বড় ৩৬টি পাট্টা বন্দোবস্ত দেন। তাহা ছাড়া মাইজগ্রাম মৌজার গাঙ্গির পশ্চিমপার গর্ভে মছুদ বক্ত ছৈয়দ বক্ত ও মাং রাজা সংক্রান্ত পাহাড়সহ যে ৩৬ হাল মিরাশ আছে তাহাও ৪৯৯ নং চেরাগী বইছমে সৈয়দ গোলাম মর্ত্তুজার অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু ভাঙ্গা গড়ার সময়ে মছুদ বক্ত সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট কানুনগো থাকায় তাহারই কারসাজিতে রেকর্ড অনুরূপ হইয়াছিল। কোন্ কোন্ চেরাগী ভাঙ্গিয়া কোন্ ২ পাট্টা হইয়াছে নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

—•—

হজরত শাহজালাল সহচর আউলিয়া শেখ ভাউরি ও ভিখম শাহের বংশসহ পরিচিতি ও তত্ত্বকথা

দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর সময় সিলেট বিজয় হয়। ঐ সময়ে সম্রাট প্রেরিত সেনাপতি সিকন্দর শাহের ফৌজ, দ্বিতীয় বারে প্রেরিত সৈয়দ নাছির উদ্দিন ছিফাহ্‌শালার সাহেবের ফৌজ এবং হজরত শাহজালাল এমোনি সহচর ৩৬০ আউলিয়া সিলেট অধিকার করিতে আসেন। প্রথমে গৌড়রাজ্য বিজয়ের পর সিকন্দর শাহের উপর শাসনভার অর্পিত হয়। সৈয়দ নাছির উদ্দিন সাহেব তাঁহার ফৌজসহ তরপরাজ আচ্ছ্‌ক্‌কুমারকে পরাস্ত করিয়া বাদ্‌শাহ্‌র পক্ষে সেই রাজ্য পরিচালন করিতে থাকেন। অতঃপর শাসন উপলক্ষে দিল্লী হইতে বহু রাজকর্মচারী সিলেটে আসেন। এতদ্‌ব্যতীত ধর্মপ্রাণ বহু মুসলমান মুস্লিম শাসিত অঞ্চল হইতে হজরত শাহজালাল সহচর্য্যের জন্য ও সিলেটে আসিয়া বিজেতারাসহ উন্নত মুস্লিম কৃষ্টি পরিচালনে বসতি করিতে থাকেন। সেই হেতু সিলেটের মাতৃভাষা বাংলা, আরবী, ফারছি ও উর্দ্দুর সংমিশ্রণ। তদ্‌হেতু মুস্লিম কৃষ্টিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহা বুঝা মুস্কিলই বটে।

এদিকে হজরত শাহজালাল সহচর আউলিয়াগণ, পীরের নির্দেশ মত জিলার বিভিন্ন জনবহুল অঞ্চলে বিস্তৃত

হৃয়া ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন। ঐ সময়ে আউলিয়া শেখ্ ডাউরি সাহেব বর্ত্তমান পঞ্চখণ্ড কালা পরগণার মোল্লাগ্রামে আস্তানা স্থাপন পুর্বক পরবর্ত্তীক্রম জোর ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন। যে বিশাল টিলার উপর শেখ ডাউরি সাহেবের আস্তানা ছিল উহাই এখনও ডাউরি টিলা নামে খ্যাত রহিয়াছে। ঐ টিল্লায় ঐ বংশের কবরগাও রহিয়াছে নিকটে মাজারও ছিল।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে, মোল্লাগ্রাম, মাটী হাটা, ডাউরা, আওরঙ্গাবাদ এবং সংলগ্ন আরও দুই তিনটি গ্রামসহ আও্রাঙ্গাবাদ পরগণা নামে এক পরগণা গঠিত হয়।

বাদ্শাহ্দের তৎকালীন নিয়ম ছিল, সাবেক বিজেতা বংশীয় স্থানীয় খান্দানী মুসলমানের হাতে পরগণার রাজস্ব ও দেওয়ানী কার্য্যবিধির ভার অর্পন করা (ইণ্ডিয়ান মুসলিম ১৫৬-৫৭ পৃঃ)

তদনুয়ায়ী শেখ ডাউরী বংশীয় তৎকালীন কর্ত্তার উপর আওরঙ্গাবাদ পরগণার রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী কার্য্যাদির ভার অর্পিত হয়।

তিনি ঐ পরগণারই এক বিশিষ্ট মুসলিম পরিবার হইতে একজনকে তাহার নিজ দায়িত্বে সহকারী নিযুক্ত করিয়া পুরুষানুক্রমে দায়িত্ব পরিচালনা করিতে থাকেন। ঐ পদ লাভের পর ভুসম্পত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া মকর্‌র্‌রি বন্দোবস্তে

পূর্বে সদরপুর পশ্চিমে আছিরখাল উত্তরে ছোট ও বড় মোল্লাপুর দক্ষিণে পঞ্চখণ্ড খোর্দ্দ এলাকায় বহু বিশিষ্ট ফসলি জমি নিজ খাসে রাখিয়া দেন। ঐসব জমা জমির উপস্বত্ব ভোগের সুবিধার্থে মোল্লাগ্রামের ডাউরী টিল্লা ছাড়িয়া বর্ত্তমান ডাউরী গ্রাম সংলগ্ন টেংরা বাড়ীতে নূতন বাড়ী নির্মানে নিজ তাবেদারগণ সহ স্থানান্তরীত হন। ডাউরী গ্রামের নামাকরণ শেখ ডাউরীর নামেই হইয়াছিল।

আদায়কৃত কতক রাজস্ব বাদেও নিজ মক্‌র্‌র্‌ রি বন্দোবস্তীয় জমির রাজস্ব বহু পরিমাণে বাকী থাকা অবস্থায় কর্ত্তা অলি মোহাম্মদের ইন্তেকাল হয়। টেংরাবাড়ী সংলগ্ন যে স্থানে তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছিল উঁহা এখনও দরগা বাড়ী নামে খ্যাত। অনুধাবন করিলে উঁহার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু ইনিও কামিল ছিলেন। ঐ সময় বৃটিশ এদেশ অধিকার করিয়া লয়। তৎকালীন অবস্থা এবং বৃটিশ কর্ত্তৃক অবলম্বিত নীতি বা ব্যবস্থা সম্পর্কে হান্টার সাহেবের রিপোর্ট, পুস্তক আকারে "ইণ্ডিয়ান মুস্লিম" বাই স্যার উইলিয়ম হান্টার নামক বিশিষ্ট পুস্তকের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

১৫৬-৫৭ পৃঃ—উচ্চ শ্রেণীর মুস্লিমের প্রত্যেক পরগণায় অন্যান্য আয়ের মধ্যে প্রধান ছিল রাজস্ব আদায়। তাহাদের এই একচেটিয়া অধিকার ইসলামী ব্যবহার বিধি ও রাষ্ট্রনীতি

দ্বারা দৃঢ়মুল ছিল। বিজয়ের চাপরাশ্ ছিল খাজনা আদায়, বিজেতারা শুধু খাজনা পেতেন না আদায়ের আনুসাঙ্গিক মুনাফাটাও এদের হাতে যেতো। গর্বিত বিজেতারা আদায় কাজের কুটিনাটিতে নজর দেওয়া মনে করিতেন ঘৃণিত ব্যাপার এবং এজন্য চাষীদের সঙ্গে সোজাসুজি লেনদেন্ করিতে সহকারীর তত্বাবধানে গুমুস্তা রাখিতেন। এই খান্দানী মুসলমান উপরওয়ালারাই খোদ্ বাদ্শাহ্‌র কাছে জবাবদেহি ছিলেন এবং তাহারাই ছিলেন মুসলমান রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধানতম যুগসূত্র। তাহারা খাজনা আদায় করিতেন আদালতের আশ্রয়নিয়ে নয়। ক্ষুরধার তলোয়ার-ধারী সিপাহীদের সাহায্যে। বকেয়া খাজনা ওয়াশিল করার জন্য প্রতি পরগণায় একদল পিটুনী ফৌজ মতায়েন রাখা হতো।

১৫৮ পৃঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থায় আমরা গুমুস্থা ও সরকারের মধ্যবর্ত্তী মুসলমানগণ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের স্থান অধিকার করলাম। এই মুসলমান উপরওয়ালাদের ঘোড় সওয়ার সিপাহীরা ছিল খাজনা ওয়াশিল করার প্রধান হাতিয়ার। উহারা সহ উচ্চ উপরওয়ালাগণকে সরাইয়া প্রত্যেক জিলায় আমরা একেকজন কালেক্টার নিযুক্ত করলাম। তার ফলে মুসলমান ভদ্রশ্রেণীরা সাবেক খাজনার সম্পর্ক হতে বঞ্চিত হলো।

১৫৯৷ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বড় বড় মুসলমান পরিবারগুলি মারাত্মকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইল। এই বন্দোবস্তে সরকারের আসল লক্ষ্য ছিল যেসব নিম্ন স্তরের কর্মচারীরা (বেশীভাগ হিন্দু) চাষীদের সঙ্গে সরাসরি কারবার করিত তাহাদিগকে জমির মালিক বা জমিদার স্বীকার করে নেওয়া। ১৭৯৩ সনের আইনে মধ্য সত্বাধিকারীদের বিষয়ে যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন এই কথা আমি পরিষ্কার লক্ষ্য করেছি যে আমাদের সেই আমলের রাজস্ব বিষয়ক কর্মচারীরা পুরাতন ব্যবস্থায় মাত্র তিনটি যোগসূত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে ছিলেন। যথা :— ১। সরকার ২। স্থানীয় গুমস্তা ৩। খোদ্ কস্ত অর্থাৎ জমির চাষী। আমাদের নয়া বন্দোবস্তে এই তিনটাই ছিল সাবেক ব্যবস্থার বিশেষ দরকারী জিনিষ। ক্রমে ক্রমে মুসলমান দেওয়ানী বিভাগের অন্যান্য ব্যবস্থা হয় ছেটে ফেলা হলো না হয় পরিত্যক্ত হলো।

উদাহরণ স্বরূপ দেখান যেতে পারে যে বহু মুসলমান পরিবারের পক্ষে তালুকদারকে পৃথকী করণ ব্যবস্থা মারাত্মক হয়ে ছিল। কারণ এসব পরিবার যদিও নিজ এলাকায় কিয়দংশ মৌরসী মকর্‌র্‌রী স্বত্বে বন্দোবস্ত দিত, তাহলেও সকল ক্ষেত্রে অধঃস্তন বন্দোবস্তকারীর উপর বেশ কর্তৃত্ব খাটাতো এবং দরকার হলে আব্‌ওয়াব হিসাবে এটা সেটা করে টাকাকড়ি আদায় করত।

যেসব গুমস্তা অত্যন্ত ছোটখাটো স্তরে নিযুক্ত ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা সবাই জমিদার বনে গেলো। জমির মালিকী স্বত্ব লাভ করল এবং তাদের ঘরে সব ধন দৌলত মালজমা হ'তে লাগলো।

স্যার উইলিয়ম হান্টার

বৃটিশ নিযুক্ত পর্য্যবেক্ষক

১৮৬৯—১৮৭২ ইং

বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে আওরাঙ্গাবাদ পরগণার ভারপ্রাপ্ত সেখ পরিবারে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয় যথা ঃ—

১। পরিবারের কর্ত্তা অলি মোহাম্মদের মৃত্যু।

২। বাদ্‌শাহ্‌ প্রদত্ত ক্ষমতা বৃটিশ কর্ত্তৃক হরণ।

৩। কতক আদায়কৃত রাজস্ব সহ মকর্‌ররি বন্দোবস্তীয় নিজ খাস জমির বহু টাকা রাজস্ব বকায়া এবং তদ্‌জনিত বৃটিশ কর্ত্তৃক চাপের আশঙ্কা।

উল্লেখিত সমস্যাসমূহের কারণে আতঙ্কীত বেগম অলি মোহাম্মদের একমাত্র ছেলে নুর মোহাম্মদ ও নিজের তাবেদারগণ যথা--গোলাম, নাপিত, ধুপা ও পারিবারিক মোল্লাসহ পলাইয়া (১৭৫৭ হইতে ১৭৯৩ ইং মধ্যে) হাবেলি মহড়াপুর পরগণার বর্ত্তমান নুরপুর গ্রামে শাহজালাল সহচর শাহ ভিখম বংশীয় ভ্রাতা সর্দার শাহের আশ্রয়ে আসিয়া নুর মোহাম্মদ নামক ৪৬৩১০ নং খারিজা তালুক বন্দোবস্তে

নিজ তাবেদারগণসহ বসবাস করিতে থাকেন। সেই সময়কার নাপিত ধুপার বংশধর এখনও কাজে বর্ত্তমান আছে।

বৃটিশ সরকার আওরঙ্গাবাদ পরগণার মুল ও শেষ ভারপ্রাপ্ত অলি মোহাম্মদের মৃত্যুতে ও তাঁহার পরিবারের পলায়নের কারণে "আওরঙ্গাবাদ" নাম লুপ্ত করিয়া ঐ এলাকাকে সাবেক পাল রাজত্ব পঞ্চখণ্ড কালার সহিত শামিল করিয়া দেয় এবং অলি মোহাম্মদ পরিবারের ত্যজ্য খাস জমিতে বিভিন্ন বংশীয় বিভিন্ন নামে ১৪টি তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া হয় যথা—

১। শেখ রাজিয়া ২। শেখ ভগি ৩। উম্মর খাঁ ৪। হাজি আফ্‌জল ৫। নয়া খাঁ ৬। খান মোহাম্মদ ৭। আজম খাঁ ৮। তাজ খাঁ ৯। গণি মোল্লা ১০। গরীব মেহ্‌দী ১১। সিলিম খাঁ ১২। আলী মোহাম্মদ ১৩। কেশর মোহাম্মদ ১৪। সাদেক মোহাম্মদ।

মুল বসৃত বাড়ী ডাউরি টীল্লায় অলিদের মাজার থাকায় আবাদি থাকা সত্বেও কেহ কোনও তালুকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বন্দোবস্ত না নেওয়ায় তাহা সরকারের খাস অর্থাৎ ইলাম রহিয়া যায়।

পরগণে হাবেলি মহড়াপুর মৌজে পরবর্ত্তীকালে নুরপুর গ্রামে হজরত শাহজালাল সহচর শাহ ভিখমের মাজার অবস্থিত। ভিখম শাহ বংশীয় কোরবান আলী শাহ ও সর্দার শাহের মাজারও ইহাই। মাজার সংলগ্ন বাড়ী

(বর্ত্তমানে লুলু মিয়া ও ইজ্জাত আলী গং এর বাড়ী) ছিল ঐ বংশের বসত বাড়ী। ঐ বংশের শেষ পুরুষ সর্দ্দার শাহের নামেই ঐ বাড়ী ও তালাব সর্দ্দারের বাড়ী ও তালাব নামেই এখনও খ্যাত।

সর্দ্দার শাহই ছিলেন নুর মোহাম্মদের মামূ ইনিও সিদ্ধ পূরুষ ছিলেন, ভিখম শাহ ও কোরবান আলী শাহ সহ অলিত্রয়ের পরবর্ত্তীকালে একই ঢেরী করায় ইহা পূর্ব পশ্চিমে লম্বা দেখায়।

সর্দ্দার শাহের বসতবাড়ী, খানাবাড়ী, মাজার ও অন্যান্য জমাজমি এক চক্‌ভুক্ত ৩৩ একর ১ রোড ২২ পোল ভূমি ভিখম শাহ ও কোরবান আলী শাহ নামীয় ৪৭৭ নং নিষ্কর চেরাগী থাকায় মালীকানার মোহে লগ্ন উত্তরে ১৮ কেয়ারী বাড়ীতে ভাগিনা নুর মোহম্মদের বসত নির্দ্ধারণ করেন। উহা থাক্ জরিপি ১৯ নং চক্ বিভিন্ন অঞ্চলে অন্যান্য জমাজমি সামিলে ঐ বাড়ী নুর মোহাম্মদ নামক ৪৬৩১০ নং খারিজা তালুকে বন্দোবস্ত নেওয়া হয়। পরবর্ত্তী ক্রমে ঐ বংশ নুরপুর গ্রামেরই বাসিন্দারূপে বর্ত্তমান আছেন।

—•—

কুরছিনামা দ্রষ্টব্য

হজরত শাহজালাল সহচর শাহ্ সৈয়দ গোলাম মর্ত্জার পরিচিতি ও তত্ত্বকথা

ইনি ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম। ইনি সৈয়দ্জা নামে পরিচিত। সাড়ে সাতশত বৎসর পুর্বে তাহার জিন্দেগানী। নাম ধরিয়া ডাকিলে বেয়াদ্দবী হইবে বিবেচনায় সকলে সৈয়দজাদা ডাকিত। পরে ঐ নামই বিকৃত হইয়া ছৈয়দ্জা হইয়াছে। তাঁহার বুজুর্গি সম্বন্ধে এতো দীর্ঘ সময়ের পর আমাদের জানিবার জন্য আর কি থাকিতে পারে ? দেখা যায় তাহার ইন্তেকালের পর তাঁহার মাজারের হেফাজতের জন্য বাদশা ৫০ হালের মতন জমি (১৮০ একরের মত) ৪৯৯নং নিষ্কর চেরাগী রূপে দান করিয়া ছিলেন। বৃটীশ আমলে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সেই সময়কার বাদশাহর ভক্তি ও দানই সৈয়দ জাদার বুজুর্গের মাপকাটী। এতদঞ্চলে আরও বহু নিষ্কর চেরাগী আছে এতো জমি আর কোনটাতেই বাদশাহগণ দান করেন নাই। মাজার মোকামের টীলা নামক এক বিশাল টীলার পশ্চিমাবর্ত্তে সাধারণভাবেই এক বাড়ীর মত স্থানে আছে। সারা টীলায় বহু বড় বড় কবর ছিল বা আছে। ইহা কোন আমলের কবর তাহা কেহই জানে না।

তাঁহার পরবর্ত্তী কোনও বংশধর দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে আমি লেখক সন্দেহ করি লংলার কামারকান্দির

পীর সাহেবেরা ঐ ছৈয়দ বংশীয়। ঐরূপ সন্দেহের কারণ পাইয়াছি। অনুধাবন করার সুযোগ পাই নাই তবে কামার-কান্দির পীর সাহেবদের মুল, নিশ্চিতভাবে মহড়াপুর।

—•—

৬। হজরত শাহজালাল সহচর সৈয়দ শাহ্ মালুমের পরিচিতি ও তত্ত্বকথা

সৈয়দ শাহ্ মালুম—ইনি ৩৬০ আউলিয়ার বিশিষ্ট অন্যতম, ধর্ম প্রচারে ফেচুগঞ্জে আসেন। ফেচুগঞ্জ মাজার রেল ষ্টেশন সংলগ্ন পূর্বের টিলায়। ঐ টিলা ও সংলগ্ন আরও ভূমিসহ মাজারের হেফাজতের জন্য বাদশাহ্. শাহ্ মালুম নামে নিষ্কর চেরাগী রূপে দান করিয়া ছিলেন। বৃটিশ চেরাগী ভাঙ্গিয়া স্বকর পাট্টায় বন্দোবস্ত দেয়। শাহ্ মালুমের জিন্দেগানী সাড়ে সাত শত বৎসর পুর্বে। ইনি আদৌ বিবাহ করিয়া ছিলেন কিনা সন্দেহ আছে! তাঁহার কোনও আওলাদ বা আওলাদের দাবীদার পাওয়া যায় না। মাজার সাধারণ ভাবেই ছিল।

যখন রেল লাইন আসে এবং কুশিয়ারার পুল হয় তখন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ঐ পূলের কাজ করাইতে ছিলেন। পূলের ১টি পায়া বেকা হইয়া যায়। উহা সংশোধন করার জন্য একের পর অন্য ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া সর্ব প্রকারের

চেষ্টা করেন কিন্তু সমস্তই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। তাই পুল পুরা হওয়ার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইয়া যায়।

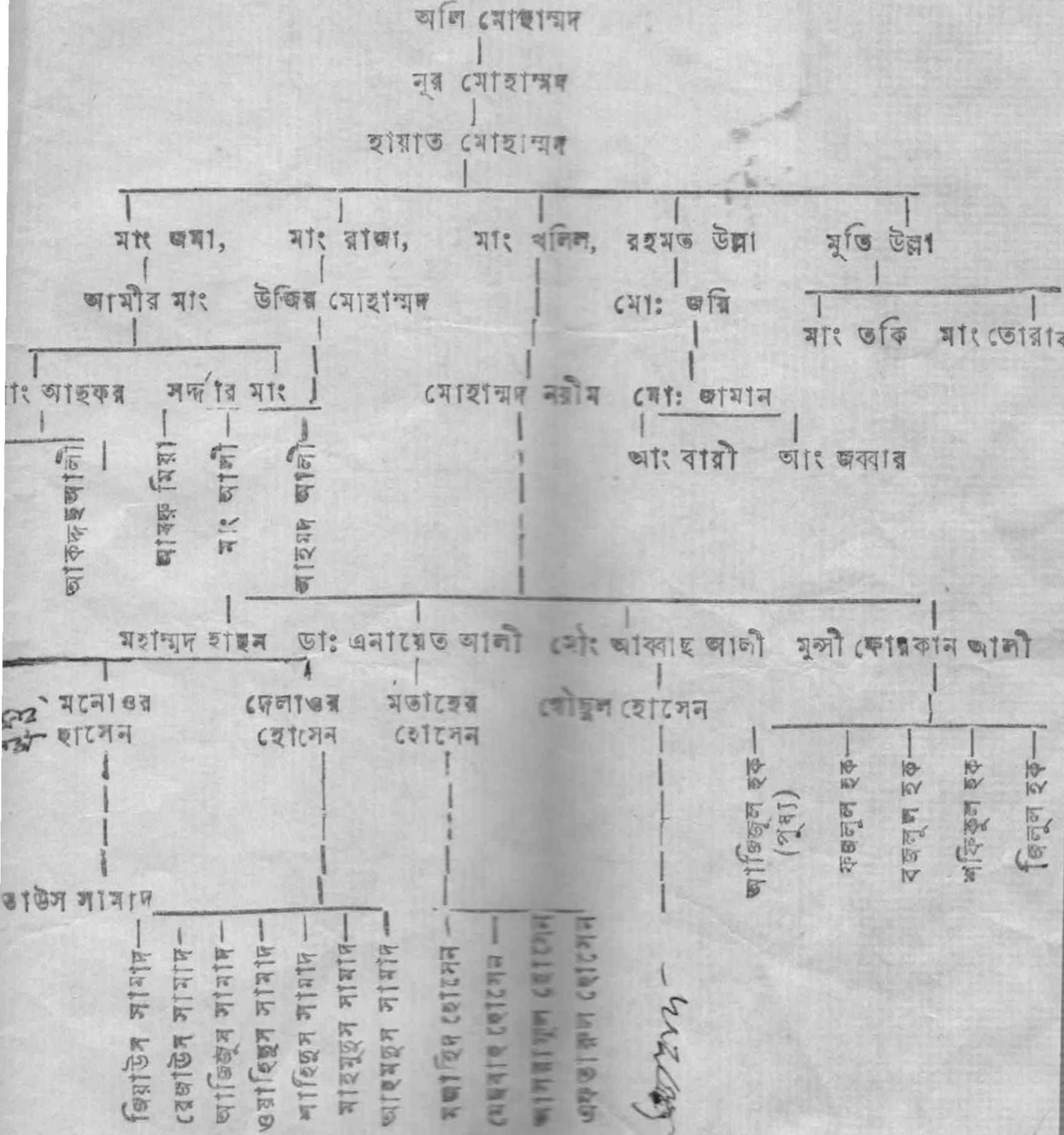
অবশেষে মোহাম্মদ কাসেম নামীয় এক পাঞ্জাবী ইঞ্জিনিয়ার আসেন। ইনি নিজে এক আলা দর্জার অলি বা দরবেশ ছিলেন। ইনি হজরত উমরের আদর্শে চলিতেন। এক অসাধারণ আত্মভোলা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহারই আধ্যাত্মিকতার বলে, পায়ার রোগ ধরিতে পারিলেন এবং সেই চিকিৎসায় তিনি শাহ্ মালুমের মাজারে কান্দকাটি করেন এবং মাজার জাক্‌জমকের সহিত বান্ধাইয়া দেন। অবশেষে কাসেম সাহেব পায়া সোজা করিয়া পুল পুর্ণ করতঃ এখান হইতে অন্যত্র যান। তখন সাত শত বৎসরের পুর্বেকার আউলিয়ার কেরামতি ধরা পড়ায় এখন অনেকেই অনেক কিছু এখান হইতে ফয়েজ হাসিল করিয়া থাকেন।

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

ক নিষ্কর চেরাগী নং ও নাম	বর্তমান দাইমী পাট্টা নং ও নাম
৪৭৭নং চেরাগী বইছমে	দাইমি পাট্টা নং
ভিখম শাহ্ ও	৪৬৫৩২ হুরমত বিবি
কুরবান আলী শাহ্	৪৬৫৩৩ দানিশ মাং
	৪৬৫৩৪ চান্দালী
	৪৬৫৩৫ সাহেব রাম দাস গং
	৪৬৫৩৬ মোহাম্মদ জমা
	৪৬৫৩৭ সবদর মোহাম্মদ গং
	৪৬৫৩৮ হামিদুর রজা
	৪৬৪৮৯ লাল মোহাম্মদ
৪৯৯নং চেরাগী বইছমে	দাইমি পাট্টা নং
শাহ্ ছৈয়দ গোলাম মর্তুজা	৪৫৫৭৮ নওয়াজ মোহাম্মদ
	৪৬৫৭৯ কলিম মোহাম্মদ
	৪৬৫৮০ চান্দ আলী
	৪৬৫৮১ নওয়াজ মোহাম্মদ গং
	৪৬৫৮২ " "
	৪৬৫৮৩ ভোলানাথ গং
	৪৬৫৮৪ ছদ্দর শেখ
	৪৬৫৮৫ ভোলানাথ দেব গং
	৪৬৫৮৬ আজিজ মোঃ গং
	৪৬৫৮৭ দেবী প্রসাদ দত্ত

সাবেক নিষ্কর চেরাগী নং ও নাম	বর্ত্তমান দাইমি পাট্টা নং ও নাম
৪৯৯নং চেরাগী বইছমে	দাইমি পাট্টা নং
শাহ্ ছৈয়দ গোলাম মর্তুজা	৪৬৫৮৮ যোগলকিশর দে গং
	৪৬৫৮৯ আজিজ মোহাম্মদ গং
	৪৬৫৯০ হুসমত আলী গং
	৪৬৫৯১ চান্দ শেখ
	৪৬৫৯২ আকিল মোহাম্মদ গং
	৪৬৫৯৩ ইউনুছ মোহাম্মদ
৫০০নং চেরাগী বইছমে	৪৬৫৯৪ আরমান আলী গং
একিন আলী শাহ	৪৬৫৯৫ রহমত আলী গং
	৪৬৫৯৬ কাশীরাম দাস
	৪৬৬০৪ আজিম মোহাম্মদ গং
৪৮১নং চেরাগী বইছমে	৪৬৫৪৩ সৈয়দ হুসন বক্স
আবদুস ফত্তাহ	
৪৯৩নং চেরাগী বইছমে	৪৬৫৬৯ হুসমত আলী গং
জামাল শাহ	৪৬৫৭০ চান্দ আলী
১৬নং চেরাগী বইছমে ইজ্জত উল্লা	৪৬৫৯৯ সৈয়দ বক্স
৪৯২নং চেরাগী বইছমে	৪৬৫৬৫ আজমত শাহ
পীরুণ শাহ	৪৬৫৬৬ সমুশেখ গং
	৪৬৫৬৭ ফেদাই শাহ
	৪৬৫৬৮ সমুশেখ গং

—ঃ কুরছি নামা ঃ—



অলি মোহাম্মদ
নূর মোহাম্মদ
হায়াত মোহাম্মদ
মোঃ জমা,
মোঃ রাজা,
মোঃ খলিল,
রহমত উল্লা
মুতি উল্লা
আমীর মোঃ
উজির মোহাম্মদ
মোঃ জমির
মোঃ তকি
মোঃ তোরাব
মোঃ আছকর
সর্দ্দার মোঃ
মোহাম্মদ নয়ীম
মোঃ আমান
আঃ বারী
আঃ জব্বার
মোঃ আলী
মহাম্মদ হারুন
ডাঃ এনায়েত আলী
মৌঃ আব্বাছ আলী
মুন্সী ফোরকান আলী
মনোওর হোসেন
দেলাওর হোসেন
মতাহের হোসেন
তাউস সামাদ
ফজলুল হক
বজলুল হক
শফিকুল হক
জিল্লুল হক

জালালাবাদ প্রিন্টিং প্রেস
জেল রোড, সিলেট।